বেতন ও অন্যান্য প্রদেয় ছকের বিবরণঃ

ক্রঃ নম্বর	খাত বিবরণ	প্লে -কেজি শ্রেণি	১ম-৮ম শ্রেণি	৯ম-১০ম শ্রেণি ও এসএসসি ভোকেশনাল	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি
০১	ভর্তি ফি	১০০০/-	১০০০/-	১০০০/-	১০০০/-
০২	সেশন চার্জ	২০০০/-	২৫০০/-	৩০০০/-	২০০০/-
০৩	উন্নয়ন ফি	৩০০০/-	৩০০০/-	৩০০০/-	৩০০০/-
০৪	মাসিক বেতন	১০০০/-	৯০০/-	১০০০/-	বিজ্ঞান- ৯০০/- মানবিক ও বাণিজ্য-৮০০
০৫	অন্যান্য	২০০০/--	২৫০০/-	৩০০০/-	--
ভর্তির সময় মোট প্রদেয় (নতুন)		**৯০০০/ -**	**৯৯০০/ -**	**১১০০০/ -**	**বিজ্ঞান ৬৯০০/- মানবিক ও বাণিজ্য ৬৮০০/-**
ভর্তির সময় মোট প্রদেয় (পুরাতন)		**৮০০০/ -**	**৮৯০০/ -**	**১০০০০/ -**	

ক্রঃ নম্বর	অন্যান্য খাত বিবরণ	প্লে -কেজি শ্রেণি	১ম - ৮ম শ্রেণি	৯ম-১০ম শ্রেণি ও এসএসসি ভোকেশনাল
০১	পরিচয় ও নিরাপত্তা কার্ড	১২০/-	১২০/-	১২০/-
০২	বিজ্ঞানাগার	-	২০০/-	৩০০/-
০৩	লাইব্রেরী	৫০/-	১০০/-	২০০/-
০৪	একাডেমিক ক্যালেন্ডার	৫০/-	৫০/-	৫০/-
০৫	ডায়েরি	১৩০/-	১৩০/-	১৩০/-
০৬	সিলেবাস	৫০/-	৫০/-	১০০/-
০৭	প্রোগ্রেস রিপোর্ট	১০০/-	১০০/-	১০০/-
০৮	গার্লস গাইড	১০০/-	১৫০/-	২০০/-
০৯	কম্পিউটার	২০০/-	২০০/-	৩০০/-
১০	পানি ও বিদ্যুৎ	৩৫০/-	৪০০/-	৪৫০/-
১১	দারিদ্র্য তহবিল ফি	৫০/-	১০০/-	১০০/-
১২	SMS ও ICT	২০০/-	২০০/-	২৫০/-
১৩	ক্রীড়া	২০০/-	২০০/-	২০০/-
১৪	বেতন রশিদ	১০০/-	১০০/-	১০০/-
১৫	সাংস্কৃতিক	২০০/-	২০০/-	২০০/-
১৬	স্কাউট/ মিলাদ	১০০/-	২০০/-	২০০/-
	মোট-	**২০০০/-**	**২৫০০/-**	**৩০০০/-**

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

ভূমিকাঃ বগুড়া ওয়াইএমসিএ **(বগুড়া ইয়াং মেনস্ খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশন)** একটি ব্যতিক্রমধর্মী জনকল্যাণমূলক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের ১২৯টি দেশে শিক্ষাসহ জনকল্যানমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। বিশ্বের সবচেয়ে বড় **Youth Organisation** এবং জনপ্রিয় বাস্কেটবল ও ভলিবল খেলার উদ্ভাবক। মূলত গ্রামীণ কিংবা বিশেষভাবে চিহ্নিত এলাকায় যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুন্দর পরিবেশ ইত্যাদির অভাব, সেখানেই ওয়াইএমসিএ তার উদ্দেশ্য সফলের জন্য কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে।

আজকের শিশু দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আগামী দিনের এ প্রজন্মকে আলোকিত জীবনে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার । শিক্ষা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন একটি প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য শিশুর দেহ ও মনের উন্নতি সাধন। বগুড়া ওয়াইএমসিএ'র পরিচালক মন্ডলী শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ঐকান্তিক আশা নিয়ে ১৯৯০ সালে ভাই পাগলা মাজার লেনে সংস্থার নিজস্ব ভবনে **"বগুড়া ওয়াইএমসিএ কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড স্কুল"** নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। শুরু থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব ধারায় পরিচালিত হয়ে আসছে। চলমান বিশ্বের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রয়োজন অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতার। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরবর্তীতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযোজন করা হয়-কম্পিউটার শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা, চিত্রাঙ্কন এবং শারীরিক শিক্ষা। আর এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামটিও পরিবর্তন করা হয়। নতুন নামটি হয় **"বগুড়া ওয়াইএমসিএ মাল্টিমিডিয়া কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড স্কুল"**। মাল্টিমিডিয়া সংযোজন করাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা করে। সার্বিক দিক বিবেচনা সাপেক্ষে বগুড়া ওয়াইএমসিএ'র দক্ষ পরিচালক মন্ডলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই নিরিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয়**"বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল"**। উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি প্রয়োজনের তাগিদে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালে রাজশাহী বোর্ড কর্তৃক পাঠদানের অনুমতি পেলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় **"বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ"**।

বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রভাতি ও দিবা শাখায় ৫টি ইউনিটে পরিচালিত হয়ে আসছে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া সংযোজন করায় আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং জ্ঞানার্জন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর প্রধান ও মৌলিক উদ্দেশ্য হলেও শিক্ষার অন্যতম মহৎ লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ- তথা মেধা ও মননের বিকাশ। ব্যক্তিত্বের নানামুখী বিকাশের জন্য চাই শিখন-শেখানোর অনুকুল পরিবেশ। **"বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ"**-এ সে পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। এছাড়া সৎ ও সুদক্ষ পরিচালনা পর্ষদ, অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী, আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও অবকাঠামো নিয়ে সুপরিসর প্রাঙ্গণে জ্ঞান নির্ভর নৈতিক মুল্যবোধসম্পন্ন উদার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষার আয়োজন করে চলেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। ইতোমধ্যে **বগুড়া জেলার আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা পরিবারের সাথে সুপরিচিত হয়েছে।**

অতীতের সুদৃঢ় পদচারণা, সাফল্য-ব্যর্থতা মাথায় রেখে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত জ্ঞাননির্ভর, কষ্টসহিষ্ণু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সকলকে এ প্রতিষ্ঠানে জানাই স্বাগত ।

(এ্যাডভোকেট বার্নাড তমাল মন্ডল)
চেয়ারম্যান
বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ

ক্রমিক	অপরাধের বিবরণ	প্রস্তাবিত শাস্তি
৬.	ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবৈধ পত্র লিখন বা বহন করা।	সতর্কীকরণ করা ও ডায়েরীতে নোট দেয়া, প্রয়োজনবোধে শাস্তি ব্যবস্থাকরণ।
৭.	কটুক্তি/অশ্লীল ইংগিত করা।	অভিভাবককে অবহিতকরণ, পুনরাবৃত্তি ঘটলে বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৮.	ক্লাশ পালানো।	ক্লাশের পিছনে দাঁড় করানো ও ডায়েরিতে নোট প্রদান/জরিমানা।
৯.	বেতন প্রদান বা বাথরুমে যাবার নাম করে অযথা ঘোরাফেরা করা বা ক্লাশ ফাঁকি দেওয়া।	অভিভাবককে অবহিতকরণ/ছাড়পত্র প্রদান/জরিমানা।
১০.	মারামারি করা/সংগে ধারালো অস্ত্র রাখা যেমন- ক্ষুর, চাকু ইত্যাদি।	জরিমানা করা ও অভিভাবককে অবহিতকরণ।
১১.	অভিভাবকের স্বাক্ষর নকল করা।	ছাড়পত্র প্রদান/জরিমানা।
১২.	প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ অথবা কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না করা।	শ্রেণিকক্ষে দাঁড় করিয়ে রাখা, পুনরাবৃত্তি ঘটলে শাস্তির ব্যবস্থা করা/ ছাড়পত্র প্রদান/ জরিমানা।
১৩.	কোন কিছু চুরি করা।	অভিভাবককে অবহিতকরণ/ জরিমানা/ ছাড়পত্র।
১৪.	প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করা।	অভিভাবককে অবহিতকরণ/ জরিমানা/ ছাড়পত্র প্রদান।
১৫.	ক্লাশ চলাকালীন শ্রেণি কক্ষে দুষ্টামী।	শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে রাখা, ডায়েরীতে নোট দেয়া।
১৬.	শিক্ষক তথা মুরুব্বীগণকে সম্মান না দেখানো, সালাম না দেওয়া।	তাকে অনুপ্রাণিত করা এবং সালাম দেয়ার পর যাওয়ার অনুমতি প্রদান।
১৭.	শিক্ষকদের কটুক্তি করা।	অভিভাবককে অবহিতকরণ/ প্রয়োজনে বহিষ্কার
১৮.	মাঝে মধ্যে শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকা।	প্রচলিত জরিমানা আদায় ছাড়াও ক্রমাগত ৩ দিন অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবককে পত্র এবং অনিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীদের শাস্তি প্রদান।
১৯.	শরীরের পারফিউম ব্যবহার করা।	বহিষ্কার করা/ টিসি দেওয়া।
২০.	পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা।	বহিষ্কার করা/ টিসি দেওয়া।
২১.	লেখাপড়ায় অমনোযোগী, বাড়ির কাজ না করা ইত্যাদি।	শাস্তি/ জরিমানা/ ডায়েরীতে অভিভাবককে অবহিতকরণ।

বিঃ দ্রঃ প্রসপেক্টাস এ উল্লেখিত যে কোন বিষয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যে কোন সময়ে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনযোগ্য।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া বিষয়ে অভিভাবকগণের কোন পরামর্শ বা অভিযোগ থাকলে নিজের পরিচয় দিয়ে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ বরাবর তা লিখিতভাবে জমা দেওয়া যাবে।

সমাপ্ত

১৮। তাৎক্ষণিক ছুটিঃ

ক্লাশ চলাকালীন সময়ে আকস্মিকভাবে কোন শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছানুযায়ী ছুটি নিতে পারবে না। প্রয়োজনবোধে অভিভাবক নিজে এসে উপযুক্ত কারণ অধ্যক্ষের/উপাধ্যক্ষের কাছে ব্যক্ত করে আবেদনপত্র দাখিল করে তাঁর সন্তানকে নিয়ে যেতে পারেন। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক দূরালাপনীর/মোবাইলের মাধ্যমে অভিভাবককে বিষয়টি অবহিত করতে পারেন।

১৯। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানঃ

হঠাৎ কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রয়োজন হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

২০। অভিভাবক সমাবেশঃ

বছরের যে কোন সুবিধাজনক সময়ে উৎসব মুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে অভিভাবক সমাবেশ করা হয়। দিন ও তারিখ ধার্য করা হলে, তা SMS-এর মাধ্যমে অভিভাবকগণকে জানানো হয়।

২১। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রকৃতি এবং শাস্তিঃ

ক্রমিক	অপরাধের বিবরণ	প্রস্তাবিত শাস্তি
১.	চুল, পোশাকের অনিয়ম, যেমনঃ জুতা, মোজা, বেল্ট ও ব্যাজ ইত্যাদি না থাকা।	সতর্কীকরণ করা ও শ্রেণির পিছনে পূর্ণ পিরিয়ড দাঁড় করিয়ে রাখা।
২.	চুল বড় রাখা কিংবা নেড়ে করা এবং মেয়েদের বয়কাট। মেয়েদের চুল অবশ্যই কমপক্ষে কাঁধ বরাবর হতে হবে। (৫ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	সতর্কীকরণ ও অভিভাবককে অবহিত করণ।
৩.	নখ বড় রাখা/ নেইল পলিশ/ মেহেদী ব্যবহার করা।	নখ কাটানোর ব্যবস্থা করা, নেইল পলিশ উঠিয়ে ফেলানো বা শ্রেণিতে দাঁড় করিয়ে রাখা।
৪.	অবৈধ ব্যবহার- চেইন/ মালা, ফিংগার রিং, ঝুলন্ত দুল, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।	সতর্কীকরণ/ শ্রেণিতে পিছনের লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা ও অভিভাবককে অবহিতকরণ
৫.	অপ্রাসঙ্গিক/ অশ্লীল কথা, ডেস্ক, খাতা, ব্লাকবোর্ড ও দেয়াল ইত্যাদিতে লেখা।	অভিভাবককে অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনে বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাণী

প্রত্যেক অভিভাবকের ঐকান্তিক প্রত্যাশা থাকে তাঁর সন্তান যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সত্যিকারের আলোকিত মানুষ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমাদের **বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজটি** ছাত্র/ছাত্রীর অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের অনুকুল শিখন-শেখানোর পরিবেশ সুনিশ্চিত করে সফল পাঠদান করে আসছে। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকে অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক- মন্ডলী, সব ধরনের আধুনিক শিক্ষা উপকরণ, আধুনিক প্রযুক্তিতে সু-সজ্জিত ক্লাসরুম, যুগোপযোগী পাঠদান পদ্ধতি, সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম-শৃঙ্খলা, একাডেমিক প্ল্যান এবং কঠোর ও অভিজ্ঞ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। **বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজে** উপরে উল্লেখিত গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্লে থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম সফল ও সার্থকভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে **"বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ"** শিক্ষার্থীর মেধা, মনন ও সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করে তার অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের দায়িত্ব পালনে সর্বদা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট রয়েছে। খেলাধুলা, শিক্ষা সফর, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এই প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও নতুন প্রজন্মকে চৌকস হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে **"বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ"**। প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রায় প্রতিটি পদক্ষেপকে বলিষ্ঠভাবে সমৃদ্ধতর করে গড়ে তোলার মহতী প্রচেষ্টায় আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

(রবার্ট রবিন মারান্ডী)
অধ্যক্ষ
বগুড়া ওয়াইএমসিএ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ

শ্রেণি বিন্যাস ও পাঠদানের কার্যক্রম নিম্নরূপ-

ক্রঃ নং	শাখা	ইউনিট	শ্রেণি	শিক্ষার্থীর ধরণ	সময়
১.	প্রভাতি	প্রাক-প্রাথমিক-১	প্লে ও নার্সারী (৪-৫)	ছেলে মেয়ে উভয়	সকাল ৯:২৫-১১:১০
		প্রাক-প্রাথমিক-২	কেজি (৫-৬)	ছেলে মেয়ে উভয়	সকাল ৯:২৫-১১:১০
		প্রাথমিক	১ম থেকে ৫ম (৬-৭)	ছেলে মেয়ে উভয়	সকাল ৮:০০-১১:১০
২.	দিবা	মাধ্যমিক স্কুল	৬ষ্ঠ থেকে ১০ম	ছেলে মেয়ে উভয়	দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকাল ৪:১৫ মিনিট পর্যন্ত
		এসএসসি ভোকেশনাল	৯ম থেকে ১০ম	ছেলে মেয়ে উভয়	
		উচ্চ মাধ্যমিক	একাদশ ও দ্বাদশ	ছেলে মেয়ে উভয়	

সময় সূচীঃ

ক) প্রভাতি শাখাঃ (১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

* সমাবেশ - সকাল ৭:৪৫ মিনিট - ৮:০০ মিনিট
১ম পিরিয়ড - সকাল ৮:০০ মিনিট - ৮:৩৫ মিনিট
২য় পিরিয়ড - সকাল ৮:৩৫ মিনিট - ৯:১০ মিনিট
টিফিন - সকাল ৯:১০ মিনিট - ৯:২৫ মিনিট
৩য় পিরিয়ড - সকাল ৯:২৫ মিনিট - ১০:০০ মিনিট **(প্লে থেকে কেজির ক্লাস শুরু)**
৪র্থ পিরিয়ড - সকাল ১০:০০ মিনিট - ১০:৩৫ মিনিট
৫ম পিরিয়ড - সকাল ১০:৩৫ মিনিট - ১১:১০ মিনিট -ছুটি (**সকল শ্রেণির**)

খ) দিবা শাখাঃ (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি ও এসএসসি ভোকেশনাল)

* সমাবেশ - বেলা ১১:৪৫ মিনিট - ১২:০০ মিনিট
১ম পিরিয়ড - বেলা ১২:০০ মিনিট - ১২:৪০ মিনিট
২য় পিরিয়ড - বেলা ১২:৪০ মিনিট - ০১:২০ মিনিট
৩য় পিরিয়ড - দুপুর ০১:২০ মিনিট - ০২:০০ মিনিট
টিফিন - দুপুর ০২:০০ মিনিট - ০২: ২০ মিনিট
৪র্থ পিরিয়ড - দুপুর ০২:২০ মিনিট - ০৩:০০ মিনিট
৫ম পিরিয়ড - দুপুর ০৩:০০ মিনিট - ০৩:৪০ মিনিট -ছুটি (একাদশ ও দ্বাদশ)
৬ষ্ঠ পিরিয়ড - দুপুর ০৩:৪০ মিনিট - ০৪:১৫ মিনিট -ছুটি (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম ও ভোকেশনাল)

১। স্কুল ও কলেজ প্রশাসন:

সুদক্ষ ও গতিশীল পরিচালনা পর্ষদের সুনিয়ন্ত্রিত দিকনির্দেশনা, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে কঠোর নিয়ম, শৃঙ্খলার মাধ্যমে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২। পরিচালনা পর্ষদ: প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পর্ষদের গঠন নিম্নরুপ:

- প্রতিষ্ঠানে বা দূরে অনুষ্ঠিতব্য যে কোন অনুষ্ঠান/অনুশীলন বা আন্তঃ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের 'স্কাউট দল/গার্লস গাইড' ভুক্ত শিক্ষার্থীকে তার যাবতীয় কর্মকান্ডে ও সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় নিয়মানুযায়ী শাস্তি পেতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় রেডিও, টিভি চ্যানেল বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য মহড়া ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আবশ্যক।

১৫। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও এসএসসি ভোকেশনাল বিভাগ প্রাপ্তিঃ

- ৮ম শ্রেণির জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলাদাভাবে ৮০% নম্বর প্রাপ্ত হলে, সে শিক্ষার্থীদের ৯ম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখায় অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয়া হয়।
- ৮ম শ্রেণির জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে ৬০% নম্বর প্রাপ্ত হলে, সে শিক্ষার্থীদের ৯ম শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয়া হয়।
- ৮ম শ্রেণির জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে ৫০% নম্বর প্রাপ্ত হলে, সে শিক্ষার্থীদের ৯ম শ্রেণিতে মানবিক শাখায় অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয়া হয়।
- কোন শিক্ষার্থী পরপর দুই বৎসর একই শ্রেণিতে অকৃতকার্য হলে তাকে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয়া হবে না।
- যদি কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হয় বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যকে প্রলুব্ধ করে তাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র দেয়া হবে।
- প্রতিষ্ঠান হতে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করলেও অবশ্যই সমুদয় পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

১৬। প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তি প্রদান:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্লে থেকে ৯ম ও একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে এককালীন মেধা বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়াও ১০ম ও দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকেও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৭। ক্লাশ চলাকালীন সময়ে অভিভাবকের সাথে শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার:

ক্লাশ চলাকালীন সময়ে খুব জরুরী ব্যতীত কোন অভিভাবককে তাঁর সন্তানের সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় না। জরুরী হলে অবশ্যই অধ্যক্ষের/উপাধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সন্তানদের সাথে দেখা করতে পারবে।

	৪	কালো বেল্ট		৪	সাদা কাপড়ের বেল্ট
	৫	সাদা কেডস		৫	নেভি-ব্লু কার্ডগান
	৬	সাদা মোজা		৬	সাদা কেডস
				৭	সাদা মোজা

-:পোশাক (কলেজ শাখা):-

✹ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

	ছেলেদের জন্য			মেয়েদের জন্য	
	ক্র	বিবরণ		ক্র	বিবরণ
গ্রীষ্মকালীন	১	সাদা রংয়ের ফুল শার্ট	গ্রীষ্মকালীন	১	অ্যাশ রংয়ের হাঁটুপর্যন্ত কামিজ
	২	অ্যাশ রংয়ের ফুল প্যান্ট		২	সাদা সালোয়ার
	৩	কালো জুতা		৩	সাদা ওড়না
	৪	সাদা মোজা		৪	হলুদ রংয়ের সোল্ডার ব্যাজ
	৫	কালো বেল্ট		৫	সাদা কাপড়ের বেল্ট
	৬	হলুদ রংয়ের সোল্ডার ব্যাজ		৬	কালো জুতা
	৭	অ্যাশ রংয়ের টাই		৭	সাদা মোজা
শীতকালীন	১	গ্রীষ্মকালীন নির্ধারিত পোশাকের সাথে অতিরিক্ত নেভি ব্লু ভী-গলা ফুল হাতা সোয়েটার।	শীতকালীন	১	গ্রীষ্মকালীন নির্দ্ধারিত পোশাকের সাথে নেভি ব্লু ফুল হাতা কার্ডিগান।

১৩। টিফিনঃ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজস্ব টিফিন এবং খাবার পানি সঙ্গে আনতে হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন টিফিন প্রদান করা হয় না। তবে নগদ মূল্যে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যান্টিন বা ফাস্টফুড থেকে টিফিন সংগ্রহ করা যায়।

১৪। সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীঃ

- প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত দৈনিক সমাবেশ (Assembly), শারীরিক অনুশীলন, আন্তঃশ্রেণী খেলা এবং অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক।
- প্রতি বছর জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মন্ডলী কর্তৃক মনোনীত	**চেয়ারম্যান**
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ	**সদস্য সচিব (পদাধিকার বলে)**
প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি	**বিদ্যোৎসাহী সদস্য**
অভিভাবক প্রতিনিধি	**সদস্য নং-০১**
অভিভাবক প্রতিনিধি	**সদস্য নং-০২**
অভিভাবক প্রতিনিধি	**সদস্য নং-০৩**
শিক্ষক প্রতিনিধি (কলেজ শাখা)	**সদস্য নং-০১**
শিক্ষক প্রতিনিধি (স্কুল শাখা)	**সদস্য নং-০২**
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রাথমিক শাখা)	**সদস্য নং-০৩**

৩। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
- সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা।
- দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করা।
- কর্তব্য পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাবলম্বিতা, সমাজ ও জনসেবার প্রেরণা জাগিয়ে তোলা।
- নৈতিক, সামাজিক, শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে শিক্ষার্থীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- শিক্ষাবোর্ড প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা দান।
- অভিজ্ঞ, দক্ষ, মেধাবী শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা আন্তরিকতার সাথে শ্রেণি কক্ষে পাঠদান।
- বোর্ড কারিকুলাম হিসেবে সিলেবাস তৈরি ও Subject Wise Lesson Plan তৈরির মাধ্যমে পাঠদান।
- সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক, ৩য় সাময়িক বা বার্ষিক, প্রাক-নির্বাচনি, নির্বাচনি পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনবোধে বিষয়ভিত্তিক Solve Class করানো হয়। উল্লেখ্যে যে, প্রতিটি সাময়িক পরীক্ষার পূর্বে মধ্য পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দ্বারা ক্লাস পরিচালনা।
- বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়।
- খেলাধুলার মাধ্যমে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি।
- সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটানো।
- চিত্রাঙ্কন, শরীরচর্চা ও হাতের লেখা নিয়মিত অনুশীলন করানো।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ও পুরো ক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ করা।
- আধুনিক ও যুগোপযোগী উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান করা।
- SMS-এর মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবক মন্ডলীকে জানানো।
- পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়।

৫। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নিয়মাবলিঃ

যে কোন শ্রেণিতে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের অফিস কর্তৃক নির্ধারিতফি প্রদান করে ভর্তির আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করতে হয়। উল্লেখ্যযে, ভর্তির আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে তা নির্ধারিত তারিখে জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হয়।

ক) প্রাক-প্রাথমিক শাখাঃ প্লে থেকে কেজি প্রর্যন্ত আসন সংখ্যা অনুপাতে লটারীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়।

প্রাথমিক শাখা-১ঃ ১ম থেকে ৩য়শ্রেণি পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ঘোষিত online অথবা প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তি ফর্ম সংগ্রহকারীদের লটারীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে।

প্রাথমিক শাখা-২ঃ ৪র্থ থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ঘোষিত online অথবা প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তি ফর্ম সংগ্রহকারীদের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে। ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট তারিখে বাংলা, ইংরেজি, গণিত মোট-১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়। বোর্ড বইয়ের আলোকে উক্ত শ্রেণিগুলোতে প্রশ্ন পত্র প্রণয়নের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। আসন সংখ্যার ভিত্তিতে মেধার ক্রম অনুসারে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং তদানুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

খ) মাধ্যমিক শাখাঃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে শ্রেণি ভিত্তিক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শ্রেণি ভিত্তিক আসন সংখ্যার ভিত্তিতে মেধার ক্রম অনুসারে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং তদানুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়।

ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

- শিক্ষা সমাপনী-পি.ই.সি, জে.এস.সি ও এস.এস.সি, বিশেষক্ষেত্রে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের মূলকপি।
- শিক্ষার্থীর জন্ম সনদের ফটোকপি।
- পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি- ৩ কপি।
- শিক্ষার্থীর পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

গ) এসএসসি ভোকেশনাল শাখাঃ প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে ভর্তির আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস নির্ধারিত ফি এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ভর্তির আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে হয়।

ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

- জে.এস.সি সার্টিফিকেটের মূলকপি।
- শিক্ষার্থীর জন্ম সনদের ফটোকপি।
- পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি- ৩ কপি।
- শিক্ষার্থীর পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

আসন সংখ্যাঃ

- সিভিল টেকনোলজি-৪০ওজেনারেল মেকানিক্স-৪০

ঘ) কলেজ শাখাঃ

শিক্ষাবোর্ডের নিয়মানুসারে Online এ আবেদনকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে S.S.C পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ অনুসারে একাদশ শ্রেণিতে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

- S.S.Cপরীক্ষার প্রবেশ পত্রের ফটোকপি।
- S.S.Cপরীক্ষার রেজিষ্ট্রেশনের ফটোকপি।
- S.S.Cপরীক্ষার প্রশংসাপত্রের ফটোকপি।
- S.S.Cপাশের নম্বরপত্রের মূলকপি।
- শিক্ষার্থীর জন্ম সনদের ফটোকপি।

- কোন শিক্ষার্থী পরপর দুই বৎসর একই শ্রেণিতে অকৃতকার্য হলে তাকে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করার সুযোগ দেয়া হবে না।
- যদি কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হয় বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যকে প্রলুব্ধ করে তাকে অবশ্যই বাধ্যতামুলক ছাড়পত্র দেয়া হবে।
- প্রতিষ্ঠান হতে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করলেও অবশ্যই সমুদয় পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

১২। পোশাকঃ ✸ প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত -: পোশাক (স্কুল শাখা):-

	ছেলেদের জন্য		মেয়েদের জন্য	
	ক্র	বিবরণ	ক্র	বিবরণ
গ্রীষ্মকালীন	১	লাল-সাদা ছোট (গ্রামীণ) চেকের হাফ সার্ট	১	লাল-সাদা চেক কলার গলা ফ্রক (হাটুর নীচ পর্যন্ত)
	২	কাফ রংয়ের হাফ প্যান্ট	২	ফ্রকের নীচে সাদা রংয়ের হাফ সার্ট কোমর পর্যন্ত
	৩	ফিতা ছাড়া সাদা কেডস	৩	সাদা কাপড়ের বেল্ট
	৪	সাদা মোজা	৪	ফিতা ছাড়া সাদা কেডস
			৫	সাদা মোজা
শীতকালীন	১	লাল-সাদা ছোট চেকের ফুল শার্ট	১	লাল-সাদা ছোট চেকের হাত কাটা ফ্রক
	২	কাফ রংয়ের ফুল প্যান্ট	২	নীচে সাদা ফুল হাতা সার্ট
	৩	ভি-গলা নেভি ব্লু ফুল হাতা সোয়েটার	৩	ভি-গলা ফুল হাতা নেভী ব্লু সোয়েটার
	৪	ফিতা ছাড়া সাদা কেডস	৪	সাদা পায়জামা বা টাইডস
	৫	সাদা মোজা	৫	সাদা কাপড়ের বেল্ট
			৬	ফিতা ছাড়া সাদা কেডস
			৭	সাদা মোজা

✸৩য় থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত

	ছেলেদের জন্য		মেয়েদের জন্য	
	ক্র	বিবরণ	ক্র	বিবরণ
গ্রীষ্মকালীন	১	লাল-সাদা ছোট (গ্রামীণ) চেকের ফুল সার্ট	১	লাল-সাদা চেক হাটুর নীচ পর্যন্ত বোরগলা কামিজ
	২	কাফ রংয়ের ফুল প্যান্ট	২	সাদা সালোয়ার
	৩	কালো বেল্ট	৩	সাদা ওড়না
	৪	সাদা কেডস	৪	ফিতা ছাড়া সাদা কেডস
	৫	সাদা মোজা		সাদা মোজা
			৫	সাদা কাপড়ের বেল্ট
শীতকালীন	১	লাল-সাদা ছোট (গ্রামীণ) চেকের ফুল সার্ট	১	লাল-সাদা ছোট চেকের বোরগলা ফুল হাতা কামিজ
	২	কাফ রংয়ের ফুল প্যান্ট	২	সাদা সালোয়ার
	৩	ভি-গলা নেভি ব্লু ফুল হাতা সোয়েটার	৩	সাদা ওড়না

অজ্ঞাত অবস্থায় কিংবা পূর্ব অনুমতি ব্যতীত একটানা ১০ দিনের বেশী অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর নাম শ্রেণি রেজিস্টারে/হাজিরা খাতায় থাকবে না। নাম না থাকাকালিন সময়ে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে বসতে পারবে না এবং অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে পুণঃভর্তি হতে হবে।

১০। বেতন প্রদান সম্পর্কিত নিয়মাবলীঃ

- ❖ মাসিক বেতন প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ১-১৫ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন (সরকারি ছুটির দিন ছাড়া)নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানে ব্যর্থ হলে, উক্ত মাসের বেতনের সাথে ৫০ টাকা জরিমানা দিয়ে ৩০ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত বেতন নেওয়া হয়।
- ❖ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাসিক বেতন দিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী মাসের বেতনের সাথে ১০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অধ্যক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন শিক্ষার্থী পরপর দুই বা ততোধিক মাসের বেতন পরিশোধে ব্যর্থ হলে শ্রেণী রেজিস্টারে/হাজিরা খাতায় তার নাম থাকবে না। পুনরায় হাজিরা খাতায় নাম তুলতে হলে এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ জরিমানা ও সকল বকেয়া প্রদান করে হাজিরা খাতায় নাম তুলতে হবে।
- ❖ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিটি পরীক্ষার পূর্বে অধ্যক্ষের নির্দেশিত মাস পর্যন্ত বেতন ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চলতি বৎসরের বেতনসহ সমুদয় পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- ❖ শিক্ষার্থীর বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা রোধের উদ্দেশ্যে জরিমানার বিধান রয়েছে। এ জরিমানা পরবর্তী মাসের বেতনের সাথে আদায় করা হবে।
- ❖ অভিভাবকগণ সুবিধাজনক মনে করলে শিক্ষার্থীর বেতন ও অন্যান্য ফি অগ্রিম পরিশোধ করতে পারবেন।

ক্রমিক নং	শ্রেণি	টাকা
১.	প্লে থেকে কেজি	১০০০/-
২.	১ম থেকে ৮ম	৯০০/-
৩.	৯ম থেকে ১০ম	১০০০/-
৪.	একাদশ-দ্বাদশ বিজ্ঞান বিভাগ	৯০০/-
৫.	একাদশ-দ্বাদশ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা	৮০০/-

১১। ট্রান্সফার প্রসঙ্গেঃ

- চাকুরীজীবি অভিভাবকদের বদলি জনিত বা অন্য যে কোন কারণে কোন শিক্ষার্থী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে চাইলে, এক সপ্তাহ পূর্বে ট্রান্সফার ফি ৫০০ টাকা সহ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পাওনা পরিশোধ পূর্বক অধ্যক্ষ বরাবর দরখাস্তের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ছাড়পত্র নেয়া যাবে।
- বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করার পূর্বে বছরের যে কোন সময় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চাইলে, শুধুমাত্র অধ্যয়নরত শ্রেণির সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
- অভিভাবক কর্তৃক দরখাস্তে ইংরেজি ও বাংলায় শিক্ষার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ভর্তির সন উল্লেখ করতে হবে।

- ➢ পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি- ৩ কপি।
- ➢ শিক্ষার্থীর পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

আসন সংখ্যা :

- ❖ বিজ্ঞান - ২০০
- ❖ মানবিক - ২০০
- ❖ ব্যবসায় শিক্ষা - ১০০

বিঃ দ্রঃ সিলেবাস অনুযায়ী নৈর্বাচনিক বিষয় থেকে নির্ধারিত সংখ্যক বিষয়সমূহ সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। অন্যথায় একাদশ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন বিঘ্নিত হবে এবং উক্ত শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্য বিষয়সমূহ:

আবশ্যিক বিষয় :

১। বাংলা - (১ম পত্র-১০১ ও ২য় পত্র-১০২)
২। ইংরেজি - (১ম পত্র-১০৭ ও ২য় পত্র-১০৮)
৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি - ২৭৫

শাখা	গ্রুপ/শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়		শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয়
বিজ্ঞান	(যে কোন ৩টি বিষয় নেওয়া যাবে) ৪. পদার্থ বিজ্ঞান-১৭৪, ১৭৫ ৫. রসায়ন বিজ্ঞান-১৭৬, ১৭৭ ৬. জীব বিজ্ঞান-১৭৮, ১৭৯ ৭. উচ্চতর গণিত-২৬৫, ২৬৬ অথবা মনোবিজ্ঞান-১২৩, ১২৪		৮. (যে কোন ১টি) (ক) জীব বিজ্ঞান (খ) উচ্চতর গণিত (গ) মনোবিজ্ঞান
মানবিক	গুচ্ছ-১	৪. সমাজবিজ্ঞান-১১৭, ১১৮ ৫. পৌরনীতি ও সশাসন-২৬৯, ২৭০ ৬. ভূগোল-১২৫, ১২৬ অথবা যুক্তিবিদ্যা-১২১, ১২২ ৭. মনোবিজ্ঞান-১২৩, ১২৪	৮. মনোবিজ্ঞান
	গুচ্ছ-২	৪. সমাজবিজ্ঞান-১১৭, ১১৮ ৫. পৌরনীতি ও সশাসন-২৬৯, ২৭০ অথবা ভূগোল-১২৫, ১২৬ ৬. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২৬৭, ২৬৮ অথবা অর্থনীতি-১২১, ১২২ ৭. মনোবিজ্ঞান-১২৩, ১২৪	৮. মনোবিজ্ঞান
ব্যবসায় শিক্ষা	৪. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-২৭৭, ২৭৮ ৫. হিসাব বিজ্ঞান-২৫৩, ২৫৪ ৬. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২৯২, ২৯৩ ৭. অর্থনীতি-১০৯, ১১০		৮. অর্থনীতি

৬। শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম

- শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে কো-কারিকুলাম ভিত্তিক/সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয় যেমন-খেলাধূলা, শরীরচর্চা, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, ছবি আঁকা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি চর্চা করানো হয়।
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে লাইব্রেরিতে বই পড়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সফর ছাড়াও বার্ষিক বনভোজনের ব্যবস্থা আছে।
- প্রতিবছর জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৭। শিক্ষাদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রাক-প্রাথমিক ইউনিট (প্রভাতি শাখা)ঃ প্লে-কেজি শ্রেণি

- আধুনিক উপকরণের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান।
- খেলাধুলার মাধ্যমে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি।
- সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটানো।
- চিত্রাঙ্কন, শরীরচর্চা ও হাতের লেখা নিয়মিত অনুশীলন।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ও ক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ।
- আধুনিক ও যুগোপযোগী উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান।
- SMS এর মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ।

প্রাথমিক ইউনিট (প্রভাতি শাখা)ঃ ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি

- যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান।
- শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, পরীক্ষার রেজাল্ট ও প্রয়োজনীয় তথ্য SMS এর মাধ্যমে জানানো।
- শ্রেণিভিত্তিক উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পাঠদান।
- সমাপনী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল ও প্রাথমিক বৃত্তি লাভের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ও ক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ।
- আধুনিক ও যুগোপযোগী উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান।
- SMS এর মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ।

মাধ্যমিক ইউনিট (দিবা শাখা)ঃ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম ও এসএসসি ভোকেশনাল

- বোর্ড কারিকুলাম অনুসরণ করে পাঠদান।
- যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা পাঠদান।
- পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ।
- প্রতিযোগিতামূলক ফলাফল অর্জন নিশ্চিতকরণ।
- সর্বাধুনিক শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান।
- শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ তৈরিকরণ।
- দূর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ।

- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ও ক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ।
- আধুনিক ও যুগোপযোগী উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান।
- SMS এর মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ।

৮। পরীক্ষা পদ্ধতিঃ

- প্লে থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখিত প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্বে একটি করে মধ্যপর্ব বা মিডটার্ম পরীক্ষা গৃহীত হয়। উল্লেখ্য থাকে যে, প্লে ও কেজি শ্রেণিতে ১৫ নম্বরের এবং ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ২০ নম্বরের মধ্যপর্ব বা মিডটার্ম পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উল্লেখিত প্রত্যেক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যকীয়। ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্লে, নার্সারী ও কেজি শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের এবং অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়।
- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় ২টি ধাপে পরীক্ষা হয়। একাদশ শ্রেণিতে ১ম সাময়িক ও বর্ষ সমাপণী পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষা। এছাড়াও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে নিয়মিত MT-1বা MT-2 পরীক্ষা নেওয়া হয়।

৯। অনুপস্থিতিঃ

- প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় চলাকলীন সময়ে প্রতিদিনই উপস্থিত থাকতে হবে। ১ দিন অনুপস্থিত থাকলে ২০ টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হবে। প্রতি সাময়িক পরীক্ষায় বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ের মোট ৮০% উপস্থিত থাকতে হবে, অন্যথায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
- যে কোন ধরনের ছুটির প্রয়োজনে পিতা-মাতাকে কারণ উল্লেখ করে শিক্ষার্থীর দরখাস্তে স্বাক্ষর করতে হবে। ছোটখাট কোন কারণে বা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ছুটি পাবে না। কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী মাসের ছুটির দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।
- প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র পাঞ্চ করার মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। অন্যথায় অনুপস্থিত বলে গন্য হবে এবং অভিভাবকের নিকট SMS এর মাধ্যমে জানানো হবে।
- পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে দরখাস্তের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে নতুন পরিচয়পত্র নিতে হবে। অন্যথায় অনুপস্থিত বলে গন্য হবে।
- কোন শিক্ষার্থী ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তা অধ্যক্ষকে অবগত করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে আসা হতে বিরত থাকবে।
- কঠিন রোগে আক্রান্ত শিক্ষার্থীকে সুস্থ হলে চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র সহ ছুটির আবেদন করতে হবে। হঠাৎ অসুস্থতার সংবাদ যথাশীঘ্র প্রতিষ্ঠানে জানাতে হবে।